বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ

টেলিফোননং ঃ ৯৫৬০৫৬৩
৪৭১১০৬৭৭
ফ্যাক্স নং ঃ ৭১২৩৬৮৩
ই-মেইল ঃ dgmtrade@krishibank.org.bd

পরিকল্পনা ও পরিচালন সার্কুলার লেটার নং- ০৪/২০১৮ তারিখঃ ০৮-১০ -২০১৮

উপ-মহাব্যবস্থাপক
ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট বিভাগ/ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/ফরেণ রেমিট্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
প্রত্যবেক্ষন ও নিরীক্ষা বিভাগ-২(বৈদেশিক বানিজ্য নিরীক্ষা সেল)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ও
উপ-মহাব্যবস্থাপক/ ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,
সকল অনুমোদিত ডিলার শাখা ।

বিষয়ঃ **"Bangladesh Bank- Authorised Dealers' Forum"এর ১৯তম সভার রেকর্ডনোটস্ প্রসঙ্গে।**

প্রিয় মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পত্র নং এফইপিডি (এফইএমপি) /৩৪/২০১৮-৮১৩৬, তারিখ ২৩-০৯-২০১৮ এবং তৎসংগে সংযুক্ত Bangladesh-Bank Authorized Dealers' Forum" এর বিগত ০৪-০৯-২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৯তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত) ।

০২। বিবি-এডি ফোরামের ১৯ তম সভার সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হলো। এ প্রেক্ষিতে, অত্র ব্যাংক সংশ্লিষ্ট উক্ত সভার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো ঃ

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের Online Export Monitoring System এ ভুল রিপোর্টিং সংশোধনের বিষয়টি দ্রুততর/সহজ করার জন্য ব্যাংকের Official email ব্যাবহার প্রসংগে ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের Online Export Monitoring System এ বিভিন্ন তথ্য রিপোর্টিংয়ের সময় উদ্ভুত ভুল Official e-mail এর মাধ্যমে সংশোধন করার বিষয়ে ফোরামের আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভুল নিরসনের জন্য পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশ ব্যাংকে হার্ড কপি দাখিল করার মাধ্যমে সংশোধনের ব্যবস্থা চালু থাকবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খ) বৈদেশিক আমদানি বিলের মূল্য পরিশোধে কালক্ষেপন প্রসংগে ঃ

সভায় এফআইসিএসডি এবং এফইওডি এর পক্ষ হতে জানানো হয় যে, স্বীকৃত আমদানি বিলের বিপরীতে যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ না করার বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অনভিপ্রেত। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে যথাসময়ে আমদানি বিল পরিশোধে সচেষ্ট থাকার পরামর্শ দেয়া হয়। অন্যথায়, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬/২০১৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে সভায় সকলকে অবহিত করা হয়।

গ) SDG Target 10.C তে উল্লেখিত 'By 2030, reduce to less than 3 percent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 percent" প্রসঙ্গে ঃ

অর্থ মন্ত্রনালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ১৯-০৭-২০১৮ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৪.০০১.১৭-১২৭ নং পত্রে SDG Target 10.C বিষয়ে তাদের ১০-০৪-২০১৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেমিট্যান্স ব্যয় হ্রাস করনার্থে গৃহিতব্য পদক্ষেপ প্রসংগে সুপারিশ প্রনয়নের লক্ষ্যে তথ্য/মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এফইপিডির এলডিএ শাখায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং সর্বাধিক রেমিটেন্স প্রেরণকারী ১০টি ব্যাংকের সাথে এফইপিডির এলডিএ শাখা একটি সভার আয়োজন করবে।(কার্যকরণঃ ফরেন রেমিট্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ)

ঘ) ২০০৯ সালে এফইপিডি হতে জারীকৃত সার্কুলার লেটার নং-৪৯৩ অনুসরনপূর্বক বিবেচ্য পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে ঃ

এফইপিডি হতে জারীকৃত সার্কুলার লেটার নং-৪৯৩ তারিখ অক্টোবর ০৬, ২০০৯ এর মাধ্যমে এডি ব্যাংক হতে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিতব্য পত্র প্রেরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং পরবর্তীতে বিবি-এডি ফোরামের ১৭ তম সভায় উক্ত নির্দেশনা পরিপালনে শতর্ককরা সত্ত্বেও কোন কোন ব্যাংক হতে প্রায়শই পত্রে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের পূর্নাঙ্গ তথ্য অন্তর্ভূক্ত না করে, সঠিকভাবে সংযুক্তি সত্যায়িত না করে এবং Power of Attorney নম্বর ছাড়াই দায়সারভাবে পত্র প্রেরণ করা হয়। ফলে পত্র গুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহনে সমস্যা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংকে পত্র প্রেরণ কালে উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনার ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

চলমান পাতা-০২

ঙ) দীর্ঘদিনের অনিস্পন্ন পুরাতন বিল অব এন্ট্রিসমূহ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন প্রসঙ্গে ঃ

পদ্ধতিগত জটিলতা বা করনিক ভুলের কারনে ইনভয়েস মূল্যের সাথে বিল অব এন্ট্রির মূল্য অসমাঞ্জস্যপূর্ন হলে বিবি ড্যাশবোর্ডে বিল অব এন্ট্রি অসমন্বিত প্রদর্শনের ফলে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের পক্ষে পরবর্তী কোন এলসি স্থাপন করার সুযোগ থাকে না। আলোচ্য অসমম্বিত অর্থের পরিমান যৎসামান্য হলেও তা অসমম্বিত বলেই গণ্য হয়। আলোচ্য সমস্যা সমাধান কল্পে রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-১৭(৪) শুঃনীঃ ও বাঃ বিবিধ/২০১৩৩৮ তারিখ ১৭-০১-২০১৮ এর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে যথাযথপন্য দেশে প্রবিষ্ট হওয়ার শর্তে মাঃডঃ ২০.০০ পর্যন্ত অথবা সমমানের অর্থের জন্য অনিস্পন্ন বিল অব এন্ট্রি ড্যাশ বোর্ডে নিয়মিত হিসেবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চ) বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির পক্ষে নিবাসী ব্যক্তির অনুকূলে বিদেশী ব্যাক টু ব্যাক গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু প্রসঙ্গে ঃ

এফই সার্কুলার নং-১৮, তারিখ ২৮-০৬-২০১৮ এর মাধ্যেমে এডি ব্যাংক গুলোকে বিদেশ হতে প্রাপ্ত ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রনাধীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ব্যাংকে গ্যারান্টি ইস্যুকরার প্রাধিকার প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে এডি প্রতিনিধিরা জানতে চান যে, "সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ " হিসেবে নিবাসী কোন কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান হতে পারবে কিনা। আলোচ্য জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে বিষয়টি স্পষ্টিকরণপূর্বক জানানো হয় যে সার্কুলারে বর্নিত কর্তৃপক্ষ বলতে সরকারী সংস্থাকে বোঝাবে। আরও স্পষ্টিকরণ করা হয় যে, বিদেশি ব্যাংক গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ প্রদানের সাধারণ প্রাধিকার নেই। এ বিষয়ে গাইডলাইন্স ফর ফরেণ এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনের ১৬ নং অধ্যায়ের ৩নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অবশ্যকীয়ভাবে অনুসরনীয় হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের উপরোক্ত নির্দেশনা সতর্কতার সাথে পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

০৪। **বিষয়টি অতীব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ন।**

অনুমোদনক্রমে,

সংযুক্তিঃ বর্ননা মোতাবেক।

০৮.১০.১৮

(আহছান আল রশীদ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

আঃবাঃবিঃ ১(০৫)/২০১৮-২০১৯/ ৫০০ তারিখ ঃ ০৮-১০-২০১৮

সদয় জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরন করা হলো ঃ

০১। চীফ ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০২। ষ্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২ ও ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৩। ষ্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। অধ্যক্ষ(মহাব্যবস্থাপক) বিকেবি, ষ্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি প্রকা ঢাকা/সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। **(পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।)**
০৬। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। নথি/ মহানথি।

০৮-১০-১৮

(জিনাত শাহিন ওয়াদুদ)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ১৯তম সভার কার্যবিবরণী ।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ১৯তম সভা ০৪/০৯/২০১৮ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলার জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হ'ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির সভাপতিত্বে প্রথম সভা বিধায় তার অনুরোধে উপস্থিত সবাই স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন। অতপর বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব সভার আলোচ্যসূচীর বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপন করেন। শুরুতে তিনি বিগত সভায় (১৮তম) গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন। বিগত সভার রেকর্ডনোটসের ক্রমিক নং ৪,৬,৮ এবং ৯ তে বর্ণিত সিদ্ধান্ত (যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন) ব্যতীত অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ পরিপালিত মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর তিনি বিবি-এডি ফোরামের ১৮তম সভা হতে ১৯তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার, সার্কুলার লেটারসমূহ সম্পর্কে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করেন। অতঃপর সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং এডি ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ আলোচ্যসূচীর বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনিত হনঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১।	বিবি-এডি ফোরামের সভায় এডি ব্যাংক হতে উপযুক্ত প্রতিনিধির অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।	বৈদেশিক মুদ্রা বিধিমালার চলমান পরিবর্তন সম্পর্কে সার্বিক বিষয় পর্যালোচনার লক্ষ্যে বিবি-এডি ফোরাম গঠিত হলেও এ সভায় কোন কোন ব্যাংক হতে কোনই প্রতিনিধি অথবা উপযুক্ত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন না বিধায় সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংক হতে আবশ্যিকভাবে হেড অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড/ট্রেজারি এর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ভবিষ্যতে অনিবার্য কারণে এর ব্যতিক্রম হলে সভার পূর্বেই অবহিত করতে হবে। অন্যথায় এমডি বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হবে।	সকল এডি ব্যাংক
২।	বাংলাদেশ ব্যাংকের Online Export Monitoring System এ ভুল রিপোর্টিং সংশোধনের বিষয়টি দ্রুততর/সহজ করার জন্য ব্যাংকের Official email ব্যবহার প্রসঙ্গে।	বাংলাদেশ ব্যাংকের Online Export Monitoring System এ বিভিন্ন তথ্য রিপোর্টিংয়ের সময় উদ্ভূত ভুল Official e-mail এর মাধ্যমে সংশোধন করার বিষয়ে ফোরামে আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভুল নিরসনের জন্য পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশ ব্যাংকে হার্ডকপি দাখিল করার মাধ্যমে সংশোধনের ব্যবস্থা চালু থাকবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল এডি ব্যাংক
৩।	বৈদেশিক আমদানি বিলের মূল্য পরিশোধে কালক্ষেপন প্রসঙ্গে।	সভায় এফআইসিএসডি এবং এফইওডি এর পক্ষ হতে জানানো হয় যে, স্বীকৃত আমদানি বিলের বিপরীতে যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ না করার বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অনভিপ্রেত। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে যথাসময়ে আমদানি বিল পরিশোধে সচেষ্ট	সকল এডি ব্যাংক

		থাকার পরামর্শ দেয়া হয়। অন্যথায়, বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৬/২০১৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে সভায় সকলকে অবহিত করা হয়।	
৪।	আমদানি ব্যর্থতায় অগ্রীম প্রেরিত অর্থ রিফান্ডের ক্ষেত্রে ব্যাংক চার্জ কর্তন/প্রত্যাবাসিত না হওয়া প্রসঙ্গে।	আমদানি বিলের বিপরীতে পণ্য দেশে প্রবিষ্ট না হওয়ার ক্ষেত্রে বিদেশে প্রেরিত অর্থ দেশে প্রত্যাবাসনকালে করেসপনডেন্ট ব্যাংক কর্তৃক চার্জ কর্তনের ফলে প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা হতে কিছু অর্থ কম প্রত্যাবাসন হয়। আলোচ্য কম প্রত্যাবাসিত অর্থ প্রত্যাবাসনের দায় হতে অব্যাহতির জন্য সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের পক্ষ হতে জোর সুপারিশ করা হয়। এ বিষয়টি বাস্তবতার নিরীখে পর্যালোচনা করে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	আমদানি নীতি শাখা, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।
৫।	SDG Target 10.Cতে উল্লিখিত "By 2030, reduce to less than 3 percent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 percent" প্রসঙ্গে।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ১৯/০৭/২০১৮ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৪.০০১.১৭-১২৭ নং পত্রে SDG Target 10.C বিষয়ে তাদের ১০/০৪/২০১৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেমিট্যান্স ব্যয় হ্রাস করণার্থে গৃহিতব্য পদক্ষেপ প্রসঙ্গে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে তথ্য/মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাংকগুলো এফইপিডির এলডিএ শাখায় প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং সর্বাধিক রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ১০ টি ব্যাংকের সাথে এফইপিডির এলডিএ শাখা একটি সভার আয়োজন করবে।	সকল এডি ব্যাংক এবং এলডিএ শাখা, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।
৬।	একই চুক্তির আওতায় আমদানিপূর্বক একাধিক ব্যাংক কর্তৃক আমদানিমূল্য পরিশোধ ও বিল অব এন্ট্রি ম্যাচিং-এ সৃষ্ট সমস্যা প্রসঙ্গে।	সাম্প্রতিক সময়ে একই চুক্তির আওতায় আমদানিপূর্বক একাধিক ব্যাংক কর্তৃক আমদানিমূল্য পরিশোধিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে, আমদানির বিপরীতে অ্যাডভান্স পেমেন্ট এক ব্যাংকের মাধ্যমে এবং পরবর্তী অংশের মূল্য অন্য একটি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধিত হওয়ায় এলসিএএফ-এর মূল্যমান নির্ধারণ, কাস্টমস হতে মালামাল ছাড়ানো, বিল অব এন্ট্রি ম্যাচিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত দলিলাদি এবং তদসংশ্লিষ্ট অনলাইন ইমপোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে রিপোর্টিংয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অসঙ্গতি সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে এফইওডি সভায় উপস্থাপন করে। এ বিষয়ে এফইওডি সংশ্লিষ্ট ১২টি ব্যাংকের সাথে একটি সভার আয়োজন করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।
৭।	GFET-২০১৮, ভলিউম-১, অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-২ এর no bill of entry is due/overdue এর স্থলে no bill of entry is overdue ব্যবহার করার বিষয় বিবেচনা প্রসঙ্গে।	IRC এর Lien Bank পরিবর্তন করে নতুন ব্যাংকে LC Open এর সময় GFET-২০১৮, ভলিউম-১ এর অধ্যায়-৭ এর অনুচ্ছেদ-২ এ সংশ্লিষ্ট এডির কাছ থেকে no bill of entry is due/overdue এই মর্মে certificate নেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে 'due' বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট এডির কাছ থেকে শুধুমাত্র no bill of entry is overdue এর certificate গ্রহণ করা যায় কিনা সে মর্মে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ হতে প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে উল্লিখিত due শব্দ বাদ দেয়া যায় কিনা তা এফইপিডি কর্তৃক পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	আমদানি নীতি শাখা, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮।	Commercial IRC এর মাধ্যমে Capital goods এবং Heart এর Ring আমদানির জন্য ডেফার্ড পেমেন্ট এর আওতায় আমদানি ঋণপত্র স্থাপন করার বিষয় বিবেচনা প্রসঙ্গে।	এফই সার্কুলার ১১/২০১৮ এর মাধ্যমে Intraocular Lens ৯০দিন বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় আমদানির জন্য ঋণপত্র স্থাপন করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চক্ষু চিকিৎসার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ Intraocular Lens সহ Opthalmic Medical Equipment ছাড়াও অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র যেমন Heart এর Ringও বিলম্ব মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় আমদানির সুযোগ রাখার জন্য এডি প্রতিনিধিদের পক্ষ হতে প্রস্তাব করা হয়। বিষয়টি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের আমদানি নীতি শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	আমদানি নীতি শাখা, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।
৯।	একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি পরিহারের লক্ষ্যে "বায়ার্স ক্রেডিট" এবং "এক্সপোর্ট বিল ডিস্কাউন্টিং" বিষয়ক বিবরণীসমূহ বাদ দিয়ে "বেসরকারী খাতে গৃহীত স্বল্প মেয়াদী (short term) বৈদেশিক ঋণের তথ্য" বিবরণীটি বহাল রাখা প্রসঙ্গে।	এফইপিডি ও পরিসংখ্যান বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে "বায়ার্স ক্রেডিট" এবং "এক্সপোর্ট বিল ডিস্কাউন্টিং" বিষয়ক দু'টি বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে পরিসংখ্যান বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী "বেসরকারী খাতে গৃহীত স্বল্প মেয়াদী (short term) বৈদেশিক ঋণের তথ্য" বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের Enterprise Data Warehouse (Templete: T_ME_M_STED) এর মাধ্যমে Upload করা হয়। যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিনিধি সভায় "বায়ার্স ক্রেডিট" এবং "এক্সপোর্ট বিল ডিস্কাউন্টিং" বিষয়ক দু'টি বিবরণীর মাধ্যমে যাচিত তথ্য "বেসরকারী খাতে গৃহীত স্বল্প মেয়াদী (short term) বৈদেশিক ঋণের তথ্য" বিবরণীতে বিদ্যমান রয়েছে উল্লেখ করে একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি পরিহারের লক্ষ্যে "বায়ার্স ক্রেডিট" এবং "এক্সপোর্ট বিল ডিস্কাউন্টিং" বিষয়ক বিবরণীসমূহ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র "বেসরকারী খাতে গৃহীত স্বল্প মেয়াদী (short term) বৈদেশিক ঋণের তথ্য" বিবরণীটি বহাল রাখার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে এফইপিডির সংশ্লিষ্ট শাখা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	আমদানি নীতি শাখা, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।
১০।	২০০৯ সালে এফইপিডি হতে জারীকৃত সার্কুলার লেটার নং ৪৯৩ অনুসরণপূর্বক বিবেচ্যপত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে।	এফইপিডি হতে জারীকৃত সার্কুলার লেটার নং ৪৯৩ তারিখ অক্টোবর ০৬, ২০০৯ এর মাধ্যমে এডি ব্যাংক হতে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিতব্য পত্র প্রেরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং পরবর্তীতে বিবি-এডি ফোরামের ১৭ তম সভায় উক্ত নির্দেশনা পরিপালনে সতর্ক করা সত্ত্বেও কোন কোন ব্যাংক হতে প্রায়শই পত্রে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য অন্তর্ভুক্ত না করে, সঠিকভাবে সংযুক্তি সত্যায়িত না করে এবং power of Attorney নম্বর ছাড়াই দায়সারাভাবে পত্র প্রেরণ করা হয়। ফলে পত্রগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণে সমস্যা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংকে পত্র প্রেরণকালে উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনার ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।	সকল এডি ব্যাংক।
১১।	দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন পুরাতন বিল অব এন্ট্রিসমূহ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন প্রসঙ্গে।	পদ্ধতিগত জটিলতা বা করণিক ভুলের কারনে ইনভয়েস মূল্যের সাথে বিল অব এন্ট্রির মূল্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে বিবি ড্যাশবোর্ডে বিল অব এন্ট্রি অসমন্বিত প্রদর্শনের ফলে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের পক্ষে পরবর্তী কোন এলসি স্থাপন করার সুযোগ থাকে না। আলোচ্য অসমন্বিত অর্থের পরিমাণ যৎসামান্য হলেও তা অসমন্বিত বলেই গণ্য হয়। আলোচ্য সমস্যা সমাধানকল্পে রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং- ১৭(৪) শুল্কনীঃ ও বাঃ বিবিধ/২০১৩৩৮ তারিখ ১৭/০১/২০১৮ এর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আমদানি ঋনপত্রের বিপরীতে যথাযথ পণ্য দেশে প্রবিষ্ট হওয়ার শর্তে মাঃডঃ ২০.০০ পর্যন্ত অথবা সমমানের অর্থের জন্য অনিষ্পন্ন বিল অব এন্ট্রি ড্যাশবোর্ডে নিয়মিত হিসাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত	সকল এডি ব্যাংক এবং এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।

		হয়।	
১২।	বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত কোম্পানীর পক্ষে নিবাসী ব্যাক্তির অনুকূলে বিদেশী ব্যাক টু ব্যাক গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু প্রসঙ্গে।	এফই সার্কুলার নং ১৮, তারিখ ২৮/০৬/২০১৮ এর মাধ্যমে এডি ব্যাংকগুলোকে বিদেশ হতে প্রাপ্ত ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করার প্রাধিকার প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে এডি প্রতিনিধিরা জানতে চান যে, "সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ" হিসেবে নিবাসী কোন কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান হতে পারবে কিনা। আলোচ্য জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে বিষয়টি স্পষ্টিকরণপূর্বক জানানো হয় যে, সার্কুলারে বর্ণিত কর্তৃপক্ষ বলতে সরকারী সংস্থাকে বোঝাবে। আরও স্পষ্টিকরণ করা হয় যে, বিদেশী ব্যাংক গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ প্রদানের সাধারণ প্রাধিকার নেই। এ বিষয়ে গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনের ১৬ নং অধ্যায়ের ৩ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা আবশ্যকীয়ভাবে অনুসরণীয় হবে।	সকল এডি ব্যাংক।

পরিশেষে সভায় যোগদান ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ হুমায়ুন কবির)
আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম
ও
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।